বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

সপ্তদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | সেপ্টেম্বর ২০০৫

সম্পাদকীয়

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে ৪ঠা জুলাই তারিখটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এই মিশনের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবস। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের এই তারিখেই স্বামীজীর স্বপ্নদৃষ্ট 'বিদ্যামন্দির' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং পরে ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রপুর, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটোর ও রহড়ায় প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান দখল করে। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিও মানুষের বিশেষ আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের সেবায় বিশেষত সাধারণ মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষাকে আরও ব্যাপক ও কার্যকরভাবে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালের ৪ঠা জুলাই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল 'রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশন্যাল এণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট', যা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন -এর সুপারিশে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'Deemed University' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের নামে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম।

বিদ্যামন্দিরকে একসময় বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়াস হিসেবে কল্পনা করেছিলেন পূর্বাচার্যরা। তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী (পরবর্তীকালে নবম সংঘগুরু)-র উদ্যোগে ষষ্ঠ সংঘগুরু স্বামীজীর শিষ্য স্বামী বিরজানন্দজীর সভাপতিত্বে ১৯৩৯ সালের মার্চে মঠ ও মিশনের অছি পরিষদের যে সভায় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছিল, সেখানে অন্যতম ট্রাষ্টী স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী (পরবর্তীকালে দশম সংঘগুরু) বলেছিলেন, "এই মঠের (বেলুড় মঠের) কাছেই একটা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হবে, ইউনিভার্সিটি হবে, এটা স্বামীজীই চেয়েছিলেন, Math Regulations-এর মধ্যেই তো আছে। General Education-এর সংগে সংগে Technical Education-ও সেখানে দেওয়া হবে, এই রকমই তিনি চেয়েছিলেন। এখন যে কলেজ করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটা স্বামীজীরই সেই ইচ্ছারই একটা nucleus।"
[দ্রষ্টব্য ঃ স্বামী অচ্যুতানন্দ, বিদ্যামন্দির পত্রিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ২০]

স্বামীজীর সেই ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে একাধিকবার ;প্রথম ১৮৯৮ সালে, পরে ১৯০২ সালের ২ রা জুলাই, তাঁর মহাসমাধিলাভের দু'দিন আগে। বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েই তিনি সেদিন ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, "The spiritual impact that has come to Belur (Math) will last fifteen hundred years and it will be a great university. Do not think I imagine it; I *see* it." স্বামীজী ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি; বহুদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। আজ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বে তিনি যা দেখেছিলেন, যা বুঝেছিলেন, তারই বাস্তবায়নের সূচনা হল ২০০৫ সালের ৪ঠা জুলাই। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

— নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

আমাদের দায় ভার*

এই বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমরা যারা বর্ষীয়ান প্রাক্তনী এখনও জীবিত আছি এবং আজ এখানে উপস্থিত হবার সৌভাগ্যলাভ করেছি, তারা অনুভব করতে পারছি যে, স্বামীজী যে বিদ্যামন্দিরকে কেন্দ্র করে তাঁর "মানুষ গড়ার" শিক্ষা — "আত্মমুক্তি ও জগদ্ধিতের" শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন — তা শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়েই চলেছে। স্বামীজীর নামে এবং তাঁরই ভাবাদর্শে গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবের মানবসেবাভিত্তিক একটি বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছে। এ আমাদের পক্ষে এক বিশেষ আনন্দের ও গৌরবের ব্যাপার।

আমরা যারা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামাঙ্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হবার সৌভাগ্যলাভ করেছি — তাদের একটা বিশেষ "দায়" আছে বলে মনে করি। আমরা, প্রাক্তন ছাত্রেরাই হচ্ছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির

ফসল। ফলের দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয়। আমাদের দ্বারাই হবে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভালমন্দর বিচার।

আনন্দের বিষয়, পরীক্ষার ফলের বিচারে, কৃতী ছাত্র হিসাবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং স্বদেশে কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্বের অধিকারী হিসাবে আমরা গর্ব করতে পারি। আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে থেকেই বহু মহাপ্রাণ ত্যাগী স্বামীজীর আহবানে প্রথম জীবন থেকেই সাড়া দিয়ে সঙ্ঘে যোগদান করে শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম আদর্শের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন। এ সকল ত্যাগীর জন্য আমরা বিশেষ গর্বিত। গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকেও বহু প্রাক্তন ছাত্র নিজ নিজ জীবিকা এবং কর্মক্ষেত্রের মাধ্যমে স্বামীজীর প্রদর্শিত ত্যাগ ও সেবার আদর্শ দেখিয়ে সমাজকে অনুপ্রাণিত করছেন।

আমাদের বার্ষিক সভা ও পুনর্মিলন উৎসবগুলি হচ্ছে আমাদের এই "দায়" বহনের হিসাব নিকাশের এক একটি সমীক্ষাক্ষেত্র।

এই বৎসরের সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে এবং আয়ব্যয়ের হিসাব থেকে জানতে পেরেছি বিগত বৎসরে আমরা সমাজসেবা প্রকল্পে কী কী কাজ করতে পেরেছি। কাজের পরিমাণগত বিচারে সামান্য হলেও আদর্শগত বিচারে যদি আমরা সচেতন থাকতে পারি, তা হলেই তৃপ্তিবোধ করতে পারবো। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার ভাব সর্বদা জাগরূক থাকুক — এই প্রার্থনা । উপস্থিত আচার্য সন্ন্যাসী ও অন্যান্য মহারাজগণের নিকট প্রার্থনা জানাই — তাঁদের দৃষ্টান্ত এবং আশীর্বাদ যেন আমাদের সর্বদা উদ্বুদ্ধ করে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের দায়ভার বহনের ক্ষমতা দান করে।

সন্ন্যাসী মহারাজগণকে প্রণাম এবং প্রাক্তনী-ভাইদের প্রতি নমস্কার জানাই ।

** প্রাক্তনী সংসদের অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রদত্ত সভাপতি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরের ভাষণের সারসংক্ষেপ।*

যাঁরা আমাদের গর্বিত করেছেন

★ অধ্যাপক গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত যে এবারের সমাবর্তন উৎসবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৪ সালের জন্য বিদ্যামন্দিরের পদার্থ বিদ্যাবিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক ডঃ গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীকে বিশিষ্ট শিক্ষক (Eminent Teacher) হিসাবে সম্মানিত করেছেন।

ডঃ চক্রবর্তী ১৯৫১ সালে ডায়মণ্ড হারবার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই. এসসি., প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্স সহ বি. এসসি. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা নিয়ে এম. এসসি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত যোগ্যতা এবং দক্ষতার সংগে দীর্ঘ ৩৪ বছর বিদ্যামন্দিরের পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। সরকারী নিয়মে ৬০ বছর বয়সে অবসর নিলেও ডঃ চক্রবর্তী ১৯৯৪ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষাদান করে চলেছেন বিনা পারিশ্রমিকেই । তাঁর অনেক কৃতী ছাত্র দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছেন।

ডঃ চক্রবর্তী শুধু যে পদার্থবিদ্যা অনুশীলনেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তা নয়, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানেও তিনি আগ্রহী। তাঁর লিখিত এবং এবারের বইমেলায় প্রকাশিত, 'কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই' — পুস্তকখানি সুধীমহলে প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর সম্মানলাভে আমরা গর্বিত। সংসদের পক্ষ থেকে এই আদর্শ শিক্ষাব্রতীকে জানাই বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য।

★ ডাঃ দেবাশীষ দেবাংশী (১৯৮০-৮২)

প্রাক্তনী ডাঃ দেবাশীষ দেবাংশী, সিজারিয়ান অপারেশন এবং এক্‌লামসিয়া রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাসে। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এক বছরের মধ্যেই তিনি সিজারিয়ান অপারেশনের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। ১০০ জন মায়ের উপর এই নতুন পদ্ধতি সাফল্যের সংগে প্রয়োগের পর ২০০৪ সালে AICOG (অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস অব অবসটেট্রিক্স এ্যাণ্ড গাইনিকোলজি)-তে তিনি তাঁর গবেষণাপত্র জমা দেন; সেখানে তা স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। এই নতুন প্রযুক্তির নাম দেওয়া হয়েছে "দেব প্রযুক্তি"।

এই প্রযুক্তির সুবিধাগুলি হল ঃ- ১) প্রসূতির পেটের খুব অল্প পরিমাণ জায়গা কাটতে হয়; ২) সেলাই কাটতে হয় না এবং পেটে অপারেশনের দাগ থাকে না বললেই চলে; ৩) অজ্ঞান করার খরচ এবং ওষুধপত্রের খরচও খুব কম; ৪) অপারেশনের দুই দিন পরেই রোগিণী সুস্থ হয়ে বাড়ী যেতে পারেন, তার ফলে অপ্রতুল ব্যবস্থাযুক্ত চিকিৎসাকেন্দ্রে একই শয্যায় বাচ্চা সহ ২/৩ জন রোগিণীকে বেশী দিন থাকতে হয় না এবং রোগিণীর নিকটজনদেরও বেশীদিন কাজ কামাই করে আর্থিক ক্ষতির শিকার হ'তে হয় না।

এতদিন পর্যন্ত একলাম্‌সিয়া রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল প্রাচীন, তাই মা ও শিশুর মৃত্যুহার ছিল বেশী। ১৯৮৯ সাল থেকে ইংলণ্ডে একটি ওষুধ প্রচলিত হয় এই একলাম্‌সিয়া রোগের জন্য, যার নাম 'ম্যাগসাল্‌ফ' (ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, $MgSO_4$), কিন্তু এই ওষুধের কার্যকর মাত্রা (effective dose) এবং মারণ মাত্রা (lethal dose)-র পার্থক্য খুব কম। ভারতবর্ষে এই ওষুধের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত, কারণ বেশীমাত্রায় ওষুধ পড়লেই বিষক্রিয়ায় রোগিণীর মৃত্যু হত।

এর প্রতিকারকল্পে ডাঃ দেবাংশী ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু করেন গবেষণা, দীর্ঘ ৬ মাস ধরে অধ্যবসায় সহকারে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এক নতুন প্রয়োগ বিধির উদ্ভাবন করেন যা রোগিণীকে সুস্থ করে তুলবে অথচ বিষক্রিয়া হবে না। ডাঃ দেবাংশী বর্তমানে সিউড়ি সদর হাসপাতালের চিকিৎসক। Titration পদ্ধতিতে এই নতুন প্রয়োগ বিধির নাম তিনি দিয়েছেন "সিউড়ি রেজিম"। সিউড়ি সদর হাসপাতালের বর্তমান পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে একলাম্‌সিয়া রোগীর মৃত্যুর হার ৪৬ শতাংশ থেকে ২ শতাংশে এবং শিশু মৃত্যুর হার ৯৮ শতাংশ থেকে কমে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে।

এই জীবনদায়ী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য ডাঃ দেবাংশীকে আমাদের হার্দিক অভিনন্দন।

বিদ্যামন্দির সমাচার ঃ মার্চ - আগস্ট '০৫

প্রাক্তনীবার্তার পূর্ববর্তী সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে বিদ্যামন্দিরের জীবনে ঘটেছে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা — লেগেছে নানা পরিবর্তনের ছোঁয়া। সংক্ষেপে সেগুলিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হ'ল।

আলোচনা সভা ঃ উৎসব অনুষ্ঠান ঃ

১৯.৩.০৫ তারিখে 'ছোটদের থিয়েটার' নিয়ে বললেন প্রখ্যাত অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত আলোকচিত্র বিশেষজ্ঞ শিবনাথ বসু ২.৪.০৫ তারিখে 'ফটোগ্রাফির গোড়ার কথা' বিষয়ে একটি অত্যন্ত উপভোগ্য আলোচনা আকর্ষণীয় স্লাইড শো সহযোগে উপস্থাপন করেন। ১৪.৪.০৫ তারিখে 'বর্ষবরণ এবং রবীন্দ্রজয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হয় চিরাচরিত উৎসাহে। অধ্যাপকদের দ্বারা পরিবেশিত 'জুতা-অবিষ্কার' শ্রুতি নাটকটি বিশেষ প্রশংসিত হয়। ২০.৪.০৫-এ 'ভ্যাট'-এর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় 'ভ্যাট'-এর পক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য কর কমিশনার সি. এম. বাচোয়াত, অধ্যাপক অভিরূপ সরকার (আই. এস. আই. কলকাতা), সি. আই. আই.-এর ডিরেক্টর এস. মজুমদার, 'আমার পি.সি.' সংস্থার কর্ণধার শান্তনু ঘোষ এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষে রবীন্দ্র কোলে। আলোচনা সংযোজনা ও সঞ্চালনা করেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিজনেস এডিটর সুপর্ণ পাঠক।

১৪.৫.০৫-এ সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় 'কন্‌টিনিউয়াস কোয়ালিটি সাস্‌টেনেন্স অ্যাণ্ড মনিটরিং ইন হায়ার এডুকেশন' শীর্ষক একটি আলোচনাচক্র। বিদ্যামন্দির ছাড়াও অন্যান্য অনেক কলেজের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এই আলোচনায়। 'ন্যাক' এর ডিরেক্টর অধ্যাপক ভি. এস. প্রসাদ-এর মূল্যবান ভাষণ এবং বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সে বিষয়ে আলোচনা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক সুবিমল সেন।

বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবস স্মারক ভাষণটি এবার আয়োজিত হ'ল ৫ জুলাই তারিখে। স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ি এবং সংস্কৃতি কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জিতাত্মানন্দজী বললেন 'বিশ্ব-সভ্যতার উপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব' বিষয়ে।

১৬ জুলাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিকাশের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সেন 'নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা উপস্থাপন করলেন।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে বিদ্যামন্দিরের তিনটি বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্দ্ধদিবস সেমিনারের আয়োজন করেছে। এই সেমিনারগুলিতে অন্যান্য কলেজকেও অংশগ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল । বাংলা সাহিত্য বিভাগের 'বাংলা কাব্য কবিতা' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান দুজন বক্তা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনৎ নস্কর এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক জহর সেন মজুমদার। অর্থনীতি বিভাগ 'এনভারনমেন্টাল ইকনমিক্‌স্' এর উপর সেমিনার আয়োজন করে ৪.৫.০৫ তারিখে। বক্তা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ শর্মিলা ব্যানার্জী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । রসায়ন বিভাগ জাতীয় রসায়ন সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি আকর্ষণীয় সেমিনারের আয়োজন করে ৬.৮.০৫ তারিখে। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ অনিমেষ চক্রবর্ত্তী, প্রেসিডেন্ট, কেমিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া এবং ডঃ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কালটিভেশন অফ্ সায়েন্স।

প্রসঙ্গতঃ, ২০ আগস্ট, প্রেসিডেন্সি কলেজের I.A.S. Training Centre বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের জন্যে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই সভা বিশেষ উপযোগী হয়েছে।

এই সমস্ত সেমিনারের মাধ্যমে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী কলেজগুলির সঙ্গে বিদ্যামন্দিরের ঘনিষ্টতর যোগাযোগ হচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষার মূলস্রোতে বিদ্যামন্দির নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

পরীক্ষার ফলাফল ঃ

কলেজ হিসেবে বিদ্যামন্দির যেমন NAAC-এর পরীক্ষায় 'A+' পেয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে — তেমনি সাফল্য দেখিয়েছে বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা বিভিন্ন পরীক্ষায়। সংক্ষেপে সেইসব ফলাফল তুলে ধরা হ'ল।

ক) **উচ্চ মাধ্যমিক ঃ ২০০৫ (৮.৬.০৫ তারিখে প্রকাশিত)**

শাখা	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথমবিভাগ (≥৬০%)	স্টার (≥৭৫%)	≥ ৮০%	দ্বিতীয় বিভাগ
বিজ্ঞান	৬৪	৬৩	৪৭	২৯	১
কলা	২২	২১	৫	x	x

সর্ব্বোচ্চ নম্বর ঃ বিজ্ঞান ঃ কামাখ্যা সিন্‌হা ৯১৩; কলা ঃ প্রবাল বসাক৭৮০।

খ) **বি. এ./ বি. এস. সি. পার্ট টু অনার্স ঃ (১৪.৭.০৫ তারিখে প্রকাশিত)**

শাখা	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	সর্ব্বোচ্চ নম্বর	বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান(প্রথম দশ-এ)
পদার্থবিদ্যা	২৪	১৯	৫	৫৯৩	৫, ৭, ৯
রসায়ন	২৪	১৯	৫	৬০৪	৩,৭
গণিত	১৫	১১	৪	৭০৫	১,২,৭,৮
অর্থনীতি	১৪	৭	৭	৫৬৬	২
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	৭	১	৬	৪৯৮	১০
ইতিহাস	১০	x	১০	৪৬৮	৯
দর্শন	৩	১	২	৪৯৯	x
সংস্কৃত	৬	৫	১	৬২৭	১,৩,৫,৬,১০
ইংরাজি	৭	১	৬	৪৮০	৭
বাংলা	৭	২	৫	৫০৫	১,৪,৯

দর্শন ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই এক বা একাধিক পরীক্ষার্থী এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশজনের তালিকায় এসেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অর্থনীতিসহ সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সাফল্য। কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কলেজের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বিদ্যামন্দিরের সংস্কৃত বিভাগের কৃতী ছাত্র বিপ্লব কোটাল। অন্যদিকে বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রেও এই অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে বিদ্যামন্দিরের গণিত বিভাগের অনুপ বিশ্বাস। এই দুজনই উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও আমাদের ছাত্র ছিল। বিদ্যামন্দিরের ইতিহাসে এবারই প্রথম ইংরাজি বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। দৃষ্টান্ত তৈরী করল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থনীতিতে মোট পরীক্ষার্থীর ৫০ শতাংশ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া এবং মাত্র দুই নম্বরের ব্যবধানে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান দখলের ঘটনাও (শুভব্রত দেব) এবারেই প্রথম। সংস্কৃত, গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় ভাল ফলাফলের পরম্পরা তো সুপ্রতিষ্ঠিত। নবজাত বাংলা বিভাগের ফলাফল চমকপ্রদ। এই বিভাগের অভিজিৎ মাইতি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে চমকে দিয়েছে সকলকে । র‍্যাংক করেছে আরো দুজন। বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের সাফল্য কেবল যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলেই প্রতিফলিত হচ্ছে, এমন নয়। গতিশীল সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা জাতীয় স্তরের নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর পড়াশুনার জন্যে উদ্যোগ নিচ্ছে। এবারে তৃতীয় বর্ষের মোট প্রায় ৭২ জন ছাত্র নানা সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বসেছিল। সব মিলিয়ে প্রায় ৪৫ জন এর মত ছাত্র পরীক্ষায় সফল হয়েছে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে পড়াশুনা করছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা সুযোগ পেয়েছে ব্যাঙ্গালোরের I.I.Sc., বিভিন্ন I.I.T, I.S.I. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে। অর্থনীতির বেশ কয়েকজন ছাত্র J.N.U., I.G.I.D.R., I.S.I, Gokhale Institute প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন ছাত্র J.N.U.-তে সুযোগ পেয়েছে। Computer Applications কোর্সের তিনজন ছাত্র বিশ্বখ্যাত সফ্‌টঅয়্যার সংস্থা C. T. S. এ চাকরী পেয়েছে। আমাদের 'মেজর' (ভোকেশনাল) কোর্সের ছাত্রদের নিয়মিত ক্যাম্পাসিংও হচ্ছে।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ঃ RKMVERI ঃ

বিগত ৪ জুলাই বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে অগণিত ছাত্র, শিক্ষক, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী এবং বিদ্যোৎসাহীদের সাক্ষী রেখে প্রদীপ জ্বালিয়ে বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ সূচনা করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ভাষণ দেন আরো অনেকে। কেন্দ্রীয়

বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণরত সঙ্ঘাচার্য পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ (৪.৭.০৫)

মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অর্জুন সিং অসুস্থতার জন্যে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনানো হয়।

৪ জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও পরবর্তী প্রথম সুযোগেই তাঁর অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনে এলেন মাননীয় মন্ত্রী। ২০ জুলাই বিকাল ৪-১৫ মিনিটে বিবেকানন্দ সভাগৃহে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ তাঁর আন্তরিকতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সকলকে মুগ্ধ করে।

রদবদল ঃ

৪ জুলাই বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে নতুন অধ্যক্ষ (কার্যনির্বাহী) হিসেবে দায়িত্ব নিলেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী। ২ জুলাই শিক্ষক সংসদের এক বিশেষ সভায় এই ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী। স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী দীর্ঘদিন বিদ্যামন্দিরের সহাধ্যক্ষ ছিলেন। বছর খানেক আগে বেলুড়মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আচার্যের দায়িত্ব নিয়ে ছুটিতে গিয়েছিলেন তিনি।

একই সঙ্গে ঘটল আরো কিছু রদবদল। স্বামী সর্বোত্তমানন্দজী (শ্রীশ মহারাজ) চলে গেলেন নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতার শিমলাস্থিত স্বামীজীর বাড়িতে। এলেন স্বামী বেদবিদ্যানন্দজী (শ্রীরাম মহারাজ)। তিনি কম্প্যুটার অ্যাপ্লিকেশন 'মেজর' ও 'জেনারেল' কোর্সের ক্লাস নিচ্ছেন। হস্টেল সুপারের দায়িত্ব নিয়ে এলেন ব্রঃ বিনয় মহরাজ। শৈবাল মহারাজ, স্বামী সর্বপ্রেমানন্দজী এলেন কলেজ অফিস সুপারের দায়িত্বে। তাঁর শূন্যস্থানে হস্টেল অফিস সুপারের দায়িত্ব নিলেন স্বামী অরুণাত্মানন্দজী, সৌমেন মহারাজ।

পূর্ণাহুতি ঃ ভ্রাতৃবরণ - ২০০৫

অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা ঃ

দীর্ঘ একযুগেরও বেশী সময় ধরে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার দক্ষতার সঙ্গে পালন করে স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী খ্যাতির শীর্ষে স্থাপন করেছেন বিদ্যামন্দিরকে। অফিস সুপার, উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ ২৭ বছরের সংযোগ। এই সংযোগ স্মরণ করে এবং ৪ঠা জুলাই নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নেওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে এক ভাবগম্ভীর সভার আয়োজন করা হয় ২০ জুলাই, বিবেকানন্দ সভাগৃহে। বিদ্যামন্দির পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক উপহার। সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিদ্যামন্দিরের স্মৃতিচারণার পর বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রূপরেখা তিনি তুলে ধরেন।

বিদ্যামন্দিরের পক্ষ থেকে বিদায়ী অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজীর সম্বর্ধনা

দু'টি আকর্ষণীয় ভাষণ ঃ

বিদ্যামন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ (৭২-৭৪) এবং প্রাক্তনী (৬২-৬৫) স্বামী শান্তরূপানন্দজী দীর্ঘদিন পরে আমেরিকা থেকে এদেশে এলেন। তিনি এখন আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ডে বেদান্ত সোসাইটির কর্ণধার । ২৮ জুলাই সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ সভাগৃহে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গীতে সম্মিলিত শ্রোতাদের কাছে বললেন তাঁর আমেরিকার অভিজ্ঞতা।

বিদ্যামন্দিরের ভূতপূর্ব অধীক্ষক এবং অধ্যাপক, বর্তমানে নিউইয়র্ক বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দজীও (অনিল মহারাজ) মঠে

বিদ্যামন্দিরে নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল ও প্রাক্তনী শ্রীশ্যামল কুমার দত্ত

এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। ৮ আগস্ট সন্ধ্যায় সমবেত ছাত্রদের কাছে তিনি বললেন আমেরিকায় বেদান্ত চর্চা নিয়ে। সোৎসাহ প্রশ্নোত্তরে উভয় ভাষণই বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

আধুনিক মাল্টিজিম ঃ

স্বামী তেজসানন্দজী শরীরচর্চায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পুরোনো 'বিকাশ ভবন' ছিল ব্যায়ামের আখড়া। বিকাশ ভবনে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হওয়ায় শরীরচর্চায় 'আগ্রহী' ছাত্রদের একটু অসুবিধাই হচ্ছিল। সেই সমস্ত সমস্যার অবশেষে সমাধান হ'ল — বিকাশভবনের পাশেই নবনির্মিত 'শক্তি ভবনে' চালু হ'ল একটি আধুনিক মাল্টিজিম। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন (২৩.৫.০৫) উদ্‌বোধন হ'ল নতুন 'জিম'-এর। এখন বিভিন্ন ব্যাচে বিদ্যামন্দিরের ছেলেরা প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করছে এই জিম। কেবল ছাত্ররা নয় — শিক্ষাকর্মী, হস্টেলকর্মী, অধ্যাপক এবং সাধু-ব্রহ্মচারীরাও ব্যবহার করছেন নতুন এই 'জিম'।

বিদ্যামন্দিরে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীঅর্জুন সিং (২০.৭.০৫)

আগামী দিনের পরিকল্পনা ঃ

নতুন পাঠক্রম চালু করা এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সূচনা বিদ্যামন্দিরের সামনে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ। বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে রাশিবিজ্ঞানে জেনারেল কোর্স চালু হ'ল। পরিকল্পনা রয়েছে মাইক্রো-বায়োলজি অনার্স কোর্স খোলার। প্রস্তুতি চলছে গণিত এবং সংস্কৃতে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করার। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন সূচনা করার প্রস্তাবও রয়েছে। গতিশীল জগতের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে দ্রুত যুগোপযোগী হয়ে উঠতে আজ বিদ্যামন্দির আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

— অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ

National Assessment & Accreditation Council (NAAC)

Report on our Alumni Association

The college has a well established alumni association formed in the year 1986. It is registered under West Bengal Societies Registration Act. 1961, with membership running into more than one thousand. Among other activities, the Alumni Association organises reunion ceremonies on a triennial basis, arranges the Swami Tejasananda Memorial Lecture in memory of the founder principal of the college and provides financial scholarships and awards to a few poor and meritorious students of the college. Recently, the association has contributed a sum of Rs. 42,000/- to install water purifying machines in all the hostels to protect the hostel inmates from different waterborne diseases. A considerable amount of donation is also in the pipeline.

The alumni association of the college has also taken the initialive in celebrating the birthday of Swami Vivekananda by organising programmes like Vivekananda Sammelan in different districts of West Bengal in collaboration with the college and the Bhaba Prachar Parishad under the guidence of the headquarters of the Ramakrishna Mission. The association also publishes a reunion souvenir (once in three years) and a news bulletin viz. *Vidyamandira Praktanivarta* containing latest information about Vidyamandira as well as members of the association.

New Deemed University in the Name of Swami Vivekananda

On 2 July 1902, just two days before he left his mortal coil, Swami Vivekananda prophesied standing on the Holy Belur Math grounds, "The spiritual impact that has come to Belur [Math] will last fifteen hundred years, and it wil be a great university. Do not think I imagine it; I *see* it." In another place, Swami Vivekananda clearly wrote: "Now, the aim is to gradually develop this Math into an all-round university."

What type of university Swami Vivekananda envisioned has been the subject of discussion, contemplation and debate among the admirers and followers of Swami Vivekananda for over five decades. After many thought provoking meetings and brain-storming sessions spanning over many years, time was ripe for a university to come up and by a happy coincidence, the deemed university in Swamiji's name, **Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (RKMVERI),** was notified officially by the Ministry of Human Resource Development, Government of India, during the 150th birthday celebrations of Holy Mother, Sri Sarada Devi. The deemed university was created under the provisions of Section 3 of UGC Act and under the aegis of Ramakrishna Mission. Swami Atmapriyananda was appointed first Vice-Chancellor.

RKMVERI is a university with a difference in the sense that it focuses on the so-called 'gap areas' which normally are less emphasized by conventional universities in India. Four thrust areas were chosen to start with. Distance mode of education, contemplated to be introduced in a couple of years' time, would be an important feature of this university. Interestingly, the distance education concept, based on the two cardinal principles of (i) lifelong education and (ii) reaching the unreached, could be traced to the two famous dicta of Ramakrishna-Vivekananda: "As long as I live, so long do I learn." (Sri Ramakrishna) and "If the mountain does not come to Mohammad, Mohammad must go to the mountain. If the poor boy cannot come to education, education must go to him" (Swami Vivekananda).

The inaugural function of RKMVERI was held on 4 July 2005, the *mahasamadhi* day of Swamiji, the day when he chose to cast off his body like a worn out garment and pass into Eternal Silence to 'inspire men everywhere' as a 'voice without a form'. It was, therefore, in the fitness of things that the inauguration of this university should have taken place on 4 July, which, coincidentally, was the foundation day of Vidyamandira, the first venture of the Mission in the field of higher education. Rev Swami Atmasthanandaji Maharaj, Vice-President of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission presided over the function and Swami Gahanananandaji Maharaj, President of the Math and the Mission inaugurated the university by releasing the *Concept Paper* on the university. Swami Smarananandaji Maharaj, the General Secretary of the Math and the Mission welcomed the gathering, which comprised more than two hundred *sannyasins* and *brahmacharins,* nearly two hundred and fifty students and more than three hundred well wishers, devotees, admirers, disciples and educationists.

After inaugurating the function by lighting a lamp in front of Swamiji's picture, Rev President Maharaj released the *Concept Paper* of the university and spoke a few words of benediction.

The Hon'ble Minister for Human Resource Development, Sri Arjun Singh, who could not come owing to ill health, had sent the text of his speech. This was read out on behalf of the Minister by Sri Sunil Kumar, Joint Secretary, MHRD. The Minister mentioned he was deeply satisfied that he has been fortunate to play a modest part in this project in Swami Vivekananda's cause that Ramakrishna Mission has been relentlessly espousing for more than a century. The minister also remarked that the country, nay, the whole world was expecting a lot from this university under the aegis of Ramakrishna Mission. He expressed his great hope in the Mission's efforts by saying : "It is my earnest hope that, true to its tradition, the Mission will surely make an all-out and dedicated effort to take this university to great heights, achieve new levels of excellence and blaze new trails in the educational horizon in the blessed name of its leader, Swami Vivekananda."

Swami Atmapriyananda, the Vice-Chancellor of the newly formed university gave the vote of thanks. A closing song by Vidyamandira students marked the end of the inaugural ceremony.

(Based on a report prepared by Swami Atmapriyanandaji Maharaj, Vice-Chancellor, RKMVERI)

A Look Ahead

Introduction : The Ramakrishna Mission Vidyamandira is about to enter its 65th year of existence. Swami Vivekananda had thought of Belur Math as a spiritual centre, a place from where a world-saving current will flow in course of time. The distinctions between spiritual and secular dimensions, however, have been obliterated in the philosophy of Swami Vivekananda. It was, therefore, that this college, the first venture of the Ramakrishna Mission into the field of higher education, was established in 1941. It was envisaged as a nucleus for the dissemination of fundamental ideas in philosophy, religion and science. Again, it would be a place where character-building will be given due importance; secular-education ought to be combined with a strong and indomitable will-power. In course of time such an institution should act as a pillar upon which the edifice of the rejuvenated nation should stand; it should be a model which others will follow.

Lofty ideals are commendable, but it is difficult to execute them in real life. It is only then that we understand the limitations of our efforts. 'Education is the manifestation of the perfection already in man' were the immortal words of Swami Vivekananda which inspired the visionaries of the Vidyamandira project. The college was originally started as an Intermediate Arts college. It received in 1945 affiliation in some commerce subjects and in 1946 in some science subjects. Vidyamandira was upgraded as a three-year degree college with effect from July, 1960. It was thus that the degree courses were introduced in this institution and they still continue down to the present day.

Academic front : As the last issue of *Praktani Varta* had mentioned, Vidyamandira has secured the 'A+' grade as per the NAAC evaluation, published in April 2005. In its wake has come a rise in expectations and a search for the introduction of recent subjects. Since the last academic year 2004-05, Computer Science (General) is being taught in the college. Statistics, as a subject, has gained progressive importance over time, with different branches of studies using its methods to substantiate their findings. The college, again, has a number of Honours subjects along with which Statistics(G) course would be useful viz. Economics, Mathematics, Physics etc. Hence, from the academic session 2005 - 2006, Statistics has been introduced as an elective subject.

In pursuance of the all-India policy that the plus-two stage be associated with schools instead of colleges, the state government has notified the discontinuance of the H. S. section admission from 2005 onwrds. It is thus that Vidyamandira currently has students of four classes only, viz. XII, 1st yr, 2nd yr and 3rd yr. In order to ensure that the vacancy caused by the stoppage of admission to Class XI is made up from the new entrants to B.A./B.Sc. the admission to 1st yr was raised substantially. The classes for First year students started on 18th July 2005 and the

number admitted stood at 217. The student texture of the college is certainly changing, the younger Higher Secondary section boys replaced by the relatively older degree ones. This last batch of the Higher Secondary students will pass out in 2006.

The degree results of the Vidyamandira have gone to an unprecedented high level. For the last few years, the University results have been improving, especially for the science subjects. For this year, the Part II results for the B.A./B.Sc. courses were declared in July and students of the college have secured the First Class First positions in three subjects, viz. Mathematics, Sanskrit and Bengali. The student securing the First position in Mathematics (Anup Biswas) scored 705 out of 800 in Mathematics Honours, also thereby standing first among all the science honours students of C.U. This was followed by the student securing the First position in Sanskrit (Biplab Kotal). He secured 627 out of 800 in Sanskrit Honours, thereby standing first among all the arts honours students of the University.

Such results and recognition have encouraged the authorities to dream for the future. With the University liberalising its earlier stand and allowing the introduction of post-graduate courses in its affiliated colleges, there is a persistent demand for post-graduation teaching at our institute. The phased exit of the Higher Secondary section and the report of the NAAC peer team certifying the excellence of academic standards have led us to envisage the starting of the following courses in the near future :

1. M. Sc. course in Mathematics
2. M.A. course in Sanskrit
3. Honours Course in Micro-biology
4. Master of Social Welfare (M.S.W.)
5. M. Sc. in Environmental Sciences

The introduction of such courses would necessitate more class-rooms and laboratories. Given the constraint of open space within the college campus, it is almost imperative that we add new floors to the existing buildings. The Teachers' Room is common to all the subjects [except for Physics and Chemistry] and the introduction of post-graduate courses should be accompanied by more rooms, preferably independent ones, for teachers. Again, post-graduate examinations are usually terminal ones. Therefore, campus recruitment and arrangement for placement at the end of such courses must be given due priority. Further, post-graduate courses must also provide directions for research. Therefore, facilities for research, even if on a small scale must be conceived as a necessary part of post-graduate teaching.

On the hostel front : Vidyamandira is a fully residential institution. Hence hostel life is a very integral part of the life of students in this institution. There is at present an urgent need for modernising the arrangement in the hostel mess. The cooking in the mess continues to be done primarily with coal as the fuel. This leads to the emitting of smoke and dirtying of the walls of the kitchen and dining hall. A change over to cooking-gas is urgent, but this would require a sizable amount of expenditure. Laying of pipe-lines, construction of a separate room for storage of gas cylinders – all these are in the pipeline. The water from the bore-wells, used for bathing and washing of clothes, has a large iron content, and needs to be filtered properly. The hostel pond, used primarily for bathing, must be purified and the embankments properly built. In the recent years, to keep pace with the rapid development of telecommunication, telephone-by-cards have been installed in each hostel. There are still felt necessities for photocopying faciltities and internet surfing, however.

Conclusion : Vidyamandira has enjoyed the good wishes of senior monastic authorities of Belur Math. It is thus that the college could get the services of some of the most educationally qualified members of the Ramakrishna Mission. The team of teachers, non-teaching staff and hostel staff again, has been the pillar of the college. In recent years, however, the restriction on the recruitment of new members, specially non-teaching staff, as imposed by the State Government, has proved to be a major hurdle to future planning. Laboratory-based subjects like Chemistry and Computers require a sizeable number of technical staff, their efficiency can be a potential factor in the improvement of standards for such subjects. A solution to this problem of staff recruitment, even by meeting the expenses from the slender college funds, is extremely important. The ship of Vidyamandira has crossed many turbulent seas. It will certainly, therefore, be able to overcome these obstacles and rise to still greater heights!

– Swami Tyagarupananda
Principal (Offg.)

প্রাক্তনী সংসদ সমাচার ঃ মে - সেপ্টেম্বর '০৫

আলোচ্য সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৫ আগষ্ট সংসদের অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন। ঐ দিনই দুপুর দুটোয় বিদ্যামন্দিরের 'বিবেকানন্দ সভাগৃহে' অনুষ্ঠিত হয় এবছরের 'রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা'। 'সমন্বয়সাধিকা সারদা মা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার। এরপর বিকেল সাড়ে তিনটেয় শুরু হয় বার্ষিক সাধারণ সভা। প্রথমেই বিদ্যামন্দিরের নবনিযুক্ত কার্যনির্বাহী অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান । এরপর সভা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সদ্যপ্রয়াত অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, পথ দুর্ঘটনায় অকালপ্রয়াত বিদ্যামন্দিরের তরুণ প্রাক্তনী প্রকাশ বাছার এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র মোহম্মদ জামিরুদ্দিনের স্মরণে শোকজ্ঞাপন করে। সম্পাদক সন্দীপন সেন এবং কোষাধ্যক্ষ সুশান্ত দে ২০০৪-০৫ বর্ষের যথাক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সভায় পেশ করেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তা সর্বসম্মতিক্রমে

সংসদের অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ ১৫.৮.২০০৫

অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। সংসদের পক্ষ থেকে সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্যপ্রকল্পে এপ্রিল ২০০১-জুন ২০০৫ পর্যন্ত স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানকারী চিকিৎসক শ্রী অমিতাভ রায়কে বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রাক্তনী শ্রীতুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠীদের সমবেত উদ্যোগে সংগৃহীত কিছু অর্থ বিদ্যামন্দিরের আচার্য ঋণ শোধন প্রকল্পে প্রদান করেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণে প্রেরণাপ্রদ বক্তব্য রাখেন সংসদের সভাপতি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই বিদ্যামন্দিরের ছাত্রাবাসস্থিত জলশোধনযন্ত্র স্থাপন প্রকল্পে গত মে মাসে প্রবীণ প্রাক্তনী ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলী ১৬,০০০ টাকা প্রদান করেছেন। তাঁকে সংসদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে জানাচ্ছি এই প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন আরও ১৮,০০০ টাকা। এছাড়া বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষের আবেদনক্রমে আমরা বিদ্যামন্দিরের দুটি 'ডাইনিং হলে'ও জলশোধনযন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছি। সে বাবদ আরও প্রায় ১৬,০০০ টাকা খরচের সম্ভাবনা। আনন্দের কথা ইতিমধ্যে প্রাক্তনী শ্রীতুহিন কুমার গাঙ্গুলী একটির জন্যে ৮,০০০ টাকা দান করেছেন। সমগ্র প্রকল্পটির সফল রূপায়ণের জন্য আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

সংসদ পরিচালিত সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্যপ্রকল্পে স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানকারী চিকিৎসক শ্রীঅমিতাভ রায় কর্মসূত্রে অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় তরুণ চিকিৎসক শ্রীপ্রশান্ত সাহু এই প্রকল্পে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে এগিয়ে এসেছেন। এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের সঙ্গে লেকটাউনের 'আলোকন' নার্সিংহোমের সহযোগিতায় বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন পরিষেবা সংযুক্ত করবার প্রস্তাব দিয়েছেন প্রাক্তনী অধ্যাপক অনিল কান্তি চট্টোপাধ্যায়। আশা করি ২০০৫-০৬ অর্থবর্ষেই এই পরিষেবা প্রদান শুরু করা যাবে।

দু'দশকেরও বেশী বিদ্যামন্দিরে অমূল্য ও দৃষ্টান্তমূলক সেবা প্রদান করে অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ গত ৪ জুলাই ২০০৫ নবগঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল এণ্ড রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট' (ডিমড্ ইউনিভার্সিটি)-এর প্রথম উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সংসদের পক্ষ থেকে তাঁকে এই উপলক্ষে সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐ দিনই তিনি 'Instinct, Reason and Intuition : Scientific and Vedantic Perspectives' শীর্ষক 'স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন। এছাড়াও এদিন সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা 'Eminent Teacher' স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যামন্দিরের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক ডঃ গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীকেও সম্বর্ধনা জানায় সংসদ।

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, বক্তা - 'রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা' (১৫.৮.০৫)

ঐদিন সংসদের সদস্যদের সাম্প্রতিকতম তথ্যসমৃদ্ধ একটি 'Members Directory'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। মাত্র ২৫ টাকা মূল্যের এই অত্যন্ত কার্যকরী পুস্তিকাটি যত শীঘ্র সম্ভব সংগ্রহের জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাই।

— অধ্যাপক সন্দীপন সেন
সম্পাদক, প্রাক্তনী সংসদ

প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা ঃ ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলী (প্রাক্তনী) ও ডাঃ শিশির কুমার বসু (শুভানুধ্যায়ী)

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু (প্রধান সম্পাদক), বিশ্বনাথ দাস, তপন কুমার ঘোষ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, হেমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়।

PRINTED MATTER **Book Post**

TO

If undelivered, please return to :

Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. Belurmath, Howrah, W.Bengal 711 202, India.
E-mail : alumnividyamandira@gmail.com

Published by Sandipan Sen, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association
Printed at Ashirbad Agency, Bally, Howrah. Phone : 2646-3989.